W.B.P.FORM NO. 27

FIRST INFORMATION REPORT

079

First information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P.C., at P.S.

1. Dist. BANKURA .... Sub-Divn. BISHNUPUR P.S. SONAMUKHI Year 2018 .... FIR No. 21/18 Date 26.02.18
2. (i) Act .... IPC .... Sections 467/468/471/120B (ii) Act .... Sections .... ✗
   (iii) Act .... ✗ .... Sections .... ✗ .... Other Acts & Sections .... ✗
3. (a) General Diary Reference : Entry No. 1203 .... Time 17.15 HRS
   (b) Occurrence of Offence : Day AROUND - IN THE YEAR Date 2002-2003 Time ....
   (c) Information Received Date 26.02.18 .... Time 17.15 HRS
   G.D. No. 1203 .... At the Police Station:
4. Type of information : Written / ~~Oral~~ Court complaint
5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distances from P.S. APPROX-1/2 K.M., SOUTH/WEST, JL NO-85.
   (a) Address AT- HOUSE OF THE ACCD BILLANATH SINGHA OF SONAMUKHI RATHTALA LAL BAZAR, WARD NO-03, PS-SONAMUKHI, DIST-BANKURA.
   (b) In case outside limit of this Police Station, then the name of P.S. ....
   District ....
6. Complaint/Informant :
   (a) Name RANJIT SINGHA
   (b) Father's / ~~Husband's~~ Name BISWANATH SINGHA
   (c) Date / Year of Birth 52 YEARS
   (d) Nationality INDIAN
   (e) Address OF SONAMUKHI (RATHTALA) PO+PS-SONAMUKHI DIST-BANKURA. A/P- OF-MADRASA ROAD, (SONATORPARA) PO+PS- SUIRI, DIST- BIRBHUM.
7. Details of Know / Suspected / Unknown / Accused with full particulars. 1. BILLANATH SINGHA S/O LT. BIJOY-
   (Attach separate sheet, if necessary) CHANDRA SINGHA 2. DEBNATH SINGHA S/O LT- BIJOY CHANDRA
8. Reasons for delay in reporting by complaint / informant SINGHA 3. ~~ASHOKE SINGHA S/O LT- DO~~
   4. PRASENJIT SINGHA 5. SUBHOJIT SINGHA BOTH S/O- BILLANATH
   SINGHA ALL OF- SONAMUKHI RATHTALA PARA, LALBAZAR, WARD NO-03, PS-SONAMUKHI DIST-BANKURA.
9. Particulars of properties stolen / Involved : (attach separate sheet, if required) :
10. Total value of Properties stolen / Involved : ....
11. Inquest report / U.D. : Case No., If any : ....
12. FIR Contents : (Attach separate sheet, if required) RECEIVED THE TYPE OF COURT COMPLAINT FROM LD. ACJM. BISHNUPUR COURT THROUGH GRO. BISHNUPUR. WHICH IS TREATED AS FIR IS ATTACHED HERE WITH.
13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 467/468/471/120B IPC

registered the case and took up the investigation / directed SI- KOUSHIK HAZRA OF SONAMUKHI PS. to take up the investigation transferred to P.S. .... On point of jurisdiction. FIR read over to the complaint/ informant admitted to be correctly recorded and a copy given to the complaint / Informant free of cost.

(signature) 26/02/18

Signature of the officer-incharge, Police Station with
Name : ABDUS SAMAD ANSARI
Rank : SI OF POLICE
Number if any : O/C SONAMUKHI PS.
DATE- 26.02.18.

Officer-in-Charge Sonamukhi P.S. Dist- Bankura, W.B.

Signature/ Thumb Impression of the Complainant/ Informant

In the Court of Ld. A.C.J.M at Bishnupur, Bankura

Ranjit Singha

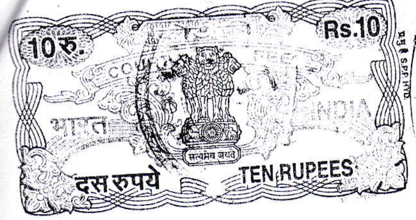

Case No- /2018

বাদী :- রনজিৎ সিংহ, বয়স- ৫২ বৎসর, পিতা - বিশ্বনাথ সিংহ, সাং- সোনামুখী (রথতলা), পোঃ + থানা- সোনামুখী, জেলা-বাঁকুড়া, হাল সাং- মাদ্রাসা রোড, (সোনাতোড় পাড়া), পোঃ + থানা- সিউড়ী, জেলা-বীরভূম।

আসামীগণ :- ১। বিল্বনাথ সিংহ - বয়স-৬৮ বৎ, পিতা- ঁবিজয়চন্দ্র সিংহ

২। দেবনাথ সিংহ - বয়স-৭৫ বৎ, পিতা- ঁবিজয়চন্দ্র সিংহ

৩। অশোক সিংহ - বয়স-৬২ বৎ, পিতা- ঁবিজয়চন্দ্র সিংহ

৪। প্রসেনজিৎ সিংহ - বয়স- ৩৫ বৎ, পিতা- বিল্বনাথ সিংহ

৫। শুভজিৎ সিংহ - বয়স-২৭ বৎ, পিতা- বিল্বনাথ সিংহ

সর্ব্বসাং- সোনামুখী রথতলাপাড়া লালবাজার, পোঃ + থানা-সোনামুখী, জেলা-বাঁকুড়া।

সাক্ষীগণ :- ১। সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জ্জী, বয়স- ৭০বৎ

পোঃ + থানা-সোনামুখী (রথতলা), জেলা-বাঁকুড়া,

২। নিত্যানন্দ গুপ্ত, বয়স-৭২ বৎ

পোঃ + থানা-সোনামুখী ব্যানার্জ্জীপাড়া, জেলা-বাঁকুড়া।

৩। দেবব্রত ঘোষ, বয়স- ৭১ বৎ

গ্রাম - দুবরাজহাটী, থানা - সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া।

Received on 26.02.18 at 17.15 hrs and Started Sonamukhi PS case No-21/18 dt-26.02.18 U/S-467/468/471/120B IPC.
26/02/18
Office-in-Charge
Sonamukhi P.S.
Dist.-Bankura, W.B.

নিঃখোজ হওয়ার তারিখ- **ইংরাজী-৩০/১০/২০০৩ সাল।**

মহাত্মন,

বিনীত নিবেদন এই যে- বাদী আপনার এলাকাধীন, পোঃ + থানা - সোনামুখী, ও সোনামুখী শহরের রথতলার অর্ন্তভুক্ত, জেলা- বাঁকুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছেন, এবং বর্তমানে ব্যবসা সুত্রে ও কারনে অস্থায়ীভাবে সিউড়ীতে বসবাস করিতেছেন, এবং সময়ের প্রয়োজনে তাহার পৈতৃক ভিটে অর্থাৎ সোনামুখীতে আসিয়া বসবাস করিয়া থাকেন।

উক্ত আসামীগণ ১ নং নাগাদ ৩ নং আসমীগণ তাহার অর্থাৎ বাদীর কাকাগন হইতেছেন এবং ৪ নং ও ৫ নং আসামীগন ১ নং আসামী কাকা বিল্বনাথ সিংহের পুত্রগন হইতেছেন।

ঁশ্রী ঁশ্রী কালীমাতা ঠাকুরানী'র নামিত ও তাহার পূজা অর্চনা ইত্যাদি ক্রিয়া কর্মাদি কারনের জন্যে, ঠাকুরের নামে সোনামুখী থানার অর্ন্তগত বিভিন্ন মৌজাতে বিষয় সম্পত্তি ও জমি জায়গা আছে।

উক্ত বাদীর পিতা একজন বেসরকারী কর্মচারী হিসাবে অবসর প্রাপ্ত হইবার পর, বাদীর কর্মস্থলে অর্থাৎ সিউড়ীতে কিছুদিন করিয়া বসবাস করিতেন এবং আবার কিছুদিন করিয়া সোনামুখীতে আসিয়া তাহার পৈতৃক বাড়ীতে ও পৈতৃক ভিটায় বসবাস করিতেন।

উক্ত বাদীর কনিষ্ঠভ্রাতা, শ্রী সন্জিত সিংহ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যাওয়ার কারনে বাদীর পিতা তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের এরূপ মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও ভারসাম্যহীন হইয়া পড়েন এবং মাঝে মাঝে বাদীর পিতা মানসিক অবসাদে ভুগিতে থাকেন।

উক্ত বাদীর কাকা বিল্বনাথ সিংহ তাহার দাদার এইরূপ অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া বাদীর পিতাকে তাহারা সিউড়ী হইতে সোনামুখীতে পুত্রের দ্বারা চিঠি মারফৎ লইয়া যায়।আমার কাকারা বাবার সহিত সুসম্পর্ক আছে বলিয়া প্রকাশ করিতেন, এবং আমার বাবাকে আমাদের এজমালী গৃহে রাখেন। আমি মাঝে মধ্যে দেখিতে যাইতাম। গত ইং-২০০২ সালে আমার কাকা বিল্বনাথের নিকট জানিতে পারি যে আমার কাকাগণ অর্থাৎ বিল্বনাথ, দেবনাথ এবং অশোক সিংহ আমার বাবাকে ব্যান্ডল ত্রিবেনী আশ্রমে রাখিয়াছে, আমি উক্ত আশ্রমে পৌঁছে বাবাকে দেখিতে পায় নাই। পরে জানিতে পারি আমার উপরোক্ত কাকারা ও কাকা বিল্বনাথের দুইপুত্র প্রসেনজিত ও শুভজিত সিংহ পরস্পর ষড়যন্ত্রমূলে বাবার দ্বারা সম্পাদিত কথিতে দুইটি দলিল করিয়াছে। আমি তাহা জানিতে পারিয়া একটি দেওয়ানী মামলা বিষ্ণুপুর কোর্টে করি। উক্ত মামলার কথা জানিতে পারিয়া উপরোক্ত ব্যাক্তিগন বাবাকে কোথাও সরাইয়া দিয়াছে। আমি সোনামুখী থানায় নিখোঁজ ডায়রি করি। কিন্তু পুলিশ কর্তৃক যথাযথ তদন্ত না হওয়ার কারণে আদালতে আমার আবেদন মিথ্যা পুলিশ রিপোর্ট বনিয়াদে খারিজ হয়।

বাবার নিখোঁজ হওয়ার পর হইতে আমি নানা ভাবে এই রহস্য সম্বন্ধে খোঁজ করিতে থাকি অবশেষে জানিতে পারি আমার কাকা বিল্বনাথ সিংহ তাহার কাবেজের লোক সাহায্যে আমার বাবাকে সোনামুখী হইতে অন্যায় ও বেআইনি মতে সরাইয়া দেয়। আমি জানিতে পারি যে আমার বাবাকে কাকা বিল্বনাথ সিংহ তাহার লোক মারফৎ সোনামুখী হইতে গোপনে তাহার পরিচিত এক আশ্রমে রাখে যাহাতে কেহ বাবার কোন সন্ধান না পায়। বহু সন্ধানের পর খবর পায় যে গত ইং ১০/১০/২০০৩ তারিখে রঞ্জন সামন্ত নামে কাকার পরিচিত একজন হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আমার বাবাকে ভর্তি করে, তাহার আগে বাবাকে দামোদর দাস ওঙ্কারনাথ আশ্রমে রাখে। হাসপাতালের কাগজপত্রে দেখা যায় যে বাবার বাঁ পায়ে সেসুলাইটিস্ ছিল এবং ডানদিক পক্ষাঘাতদুষ্ট। নিজে হাঁটাচলা করতে পারতেন না। গত ইং ১৫/১০/২০০০ তারিখে আমার বাবার বাঁ পায়ের অপারেশন হয়। বাসুদেব সাধুখাঁ নামে একজন অপারেশনের জন্য সহিকৃত অনুমতি দেয়। গত ৩০/১০/২০০৩ তারিখ রিস্কবন্ড দিয়ে অন্য একজন বাসুদেব সাধুখাঁ সাজিয়া জাল সহি দিয়া আমার বাবাকে হাসপাতাল হইতে লইয়া যায়। অনুমতি পত্রের সহি এবং রিস্কবন্ডে দেওয়া সহি এক নহে। হস্তরেখাবিদ দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহা প্রমানিত হইবে। আমার কাকা রিস্কবন্ডে নিজে অথবা অন্য কারও দ্বারা সহি করাইয়া বাবাকে হাসপাতাল হইতে লইয়া অন্য কোথাও গুম করিয়া দিয়াছে অথবা খুন করিয়া দিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। সোনামুখীতে অন্যায় ও বেআইনী মতে দলীল করিয়া আমার কাকাগন পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে এবং পরস্পর ষড়যন্ত্রমুলে সোনামুখী হইতে আমার বাবাকে অজানা স্থানে লইয়া যায়, এবং পরে তাহাকে গুম করিয়া দিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

আমি শুদ্ধ দেবোত্তর সম্পত্তি সমন্ধে বিষ্ণুপুরে কোর্টে দেওয়ানী মামলা করি। আমার বাবা যাহাতে কোর্টে হাজির হইয়া সত্য প্রকাশ না করিতে পারে তার জন্যে উক্ত ব্যাক্তিরা বাবাকে সোনামুখী হইতে সরাইয়া দেয়। এতক বাবার আর কোন সন্ধান অদ্যাবধি পায় নাই। সে কারণে আমার উক্তরূপ ধারণা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শুদ্ধ দেবোত্তর সম্পত্তি নিজেদের কুক্ষিগত করিবার কুঅভিপ্রায়ে পরস্পর ষড়যন্ত্র মূলে যে দুইটি দলিল (নং- ১৩০৫ এবং নং- ১৩০৬) আমার কাকাগন ও বিল্বনাথ সিংহর দুই পুত্রগন

Ranjit Singha

মিলে সম্পাদন করিয়া ছিলেন, তাহ্য ভারতীয় দন্তবিধি আইনের ধারা ৪৬৭, ধারা ৪৬৮ এবং ধারা ৪৭১ তে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইতেছে।

উক্ত এই বিষয় সমুহ বাদী সোনামুখী তানার বড়বাবুকে অভিযোগ পত্র রেজিস্ট্রি ডাক যোগে প্রেরন করিয়াছিলেন, এবং বাঁকুড়া জেলার S.P মহাশয়কেও উক্ত সকল বিষয় রেজিস্ট্রি ডাক যোগে জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাদী স্বয়ং সোনামুখী থানায় এবং বাঁকুড়া জেলা S.P মহাশয়কে অভিযোগপত্র জমা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সোনামুখী থানা অদ্যাবধি বাদীর বাবার উপর এইরূপ অন্যায়জনক কার্যের কোন আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

সেকারন, প্রার্থনা, হুজুর দয়া প্রকাশ্যে উপরোক্ত বিবরন মূলে এই লিখিত অথিযোগটি ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৫৬ (৩) ধারা মতে F.I.R গন্যে সোনামুখী থানাতে প্রেরনপূর্ব্বক তদন্ত করিবার আদেশদানে আজ্ঞা ও আর্জ্জি হয়।

নিবেদন ইতি

Ranjit Sinsha

21.2.18

Ranjit Sinsha